দৈনিক ইত্তেফাক

246

তারিখ AUG. 7 1999
পৃষ্ঠা কলাম

শামসুন্নাহার হলের কক্ষে ছাত্রীদের সময় কাটে এখন আড্ডা আর লেখাপড়ায়। রোকেয়া হলের অভ্যন্তরভাগ –মোহাম্মদ আলম ও মৌ

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ॥ কেমন আছে

# তিন ছাত্রী হলের মেয়েরা ?

আনোয়ার আলদীন ॥ কেমন কাটিতেছে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলে মেয়েদের জীবন? তীব্র এই কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব পাইতে ৩টি হল সরেজমিনে ঘুরিয়া দেখা হয় গতকাল। হল জীবনে বড় সমস্যা কি? প্রায় সব ছাত্রীরই এককণ্ঠ জবাব-'সীট সমস্যা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বর্তমান ছাত্রী সংখ্যা ১৪ হাজার ৩৮ জন। তিনটি হলে সীট সংখ্যা আছে মাত্র ২ হাজার ৮ শত ৪২টি। ইহার মধ্যে শামসুন্নাহার হলে সীট সংখ্যা ১ হাজার ৩৬টি, রোকেয়া হলে ১ হাজার ২ শত ৭৮টি এবং মৈত্রী হলে ৩৫২টি সীট রহিয়াছে। ইহাছাড়া রোকেয়া হল নিয়ন্ত্রিত নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রী নিবাসে শতাধিক সীট রহিয়াছে। তবে এই সীট সংখ্যার প্রায় তিন-চার গুণ ছাত্রীকে গাদাগাদি করিয়া হলে থাকিতে হইতেছে বছরের পর বছর। শামসুন্নাহার হলে 'গণরুম' বলিয়া কিছু কক্ষ আছে। এই কক্ষগুলিতে প্রথমবর্ষের ১০/১২ জন করিয়া পর্যন্ত ছাত্রীকে থাকিতে হয় বড় কষ্টে। শামসুন্নাহার হলের রহিয়াছে তিনটি ৫তলা বিশিষ্ট ভবন। ইহার মধ্যে সম্মুখভাগের অনার্স বিল্ডিংটির প্রতিটি কক্ষ এক সীটবিশিষ্ট। মাস্টার্স বিল্ডিং-এর কক্ষগুলি ৩ সীটবিশিষ্ট এবং বর্ধিত ভবন ৪ সীটবিশিষ্ট। ইহাছাড়া অনার্স ভবনের ২৪১, ৩৪১, ৪৪১, ৫৪১ নম্বর কক্ষগুলি 'গণরুম হিসাবে পরিচিত। রোকেয়া হলের অধিকাংশ কক্ষ ৩ সীটবিশিষ্ট। মৈত্রী হলের কক্ষগুলি ৪ সীটের। একটি সীটের বিপরীতে অন্ততঃ ২ হইতে ৩ জন করিয়া ছাত্রীকে বসবাস করিতে হইতেছে। এই সীট সমস্যার বাহিরে ডাইনিং-ক্যান্টিনের অবস্থাও তথৈবচ। ৩টি হলেই ডাইনিং আছে কিন্তু খাবার মান এতই খারাপ যে, পানির মত ডাল, মোটা চালের ভাত আর ঝোলের মধ্যে প্রায় আনুবিক্ষণিক ক্ষুদ্র টুকরার মাছ মাংস যেন হারাইয়া যায়। ফলে তিনটি ছাত্রী হলের

(২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

## ছাত্রী হলের মেয়েরা

(প্রথম পৃঃ পর)

প্রতিটি কক্ষে আছে হিটার। জীবনের ঝুঁকি নিয়া এই বৈদ্যুতিক হিটারে রান্নাবাড়া করিতে গিয়া লেখাপড়ায় কম বিঘ্ন হয় না ছাত্রীদের। তবে এখন এমন হইয়াছে যে, পরীক্ষার সময় ছাড়া কেউ ডাইনিংয়ের পথ মাড়ায় না। তবে প্রথমবর্ষের ছাত্রীরা নূতন হলে উঠিয়া অবশ্য প্রথম প্রথম ডাইনিং-এর খাবার গলধঃকরণ করে। কয়েক বছর পূর্বে হিটার উচ্ছেদ অভিযানে নামিয়াছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শুরুতেই তাহারা ব্যর্থ হয়। হলের জীবন শামসুন্নাহার হলের বিথী, মৌসুমী, অঞ্জনা, কুমু, রাখি, আমেনা, পপির কাছে যেন স্বপ্নময় মধুর। ২য় বর্ষের বিথী কয়েকমাস পূর্বে হলে উঠিয়াছে। সে বলিল 'এ যেন এক নূতন জীবন শুরু। সারাটা জীবন যদি হলে কাটাইতে পারিতাম-----!' মৌসুমীর হল জীবন ৪ বছরের। সে জানায়, হল যেন নেশার মত। ঢাকায় আমার মামার বাসা। সেখানে আমার মা থাকেন। কিন্তু বাসায় গেলে ভাল লাগে না। হলের জীবন যেন আমাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। দিবানিশি হলে কি করিয়া কাটে মেয়েদের? ভোরের আলোক রেখা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকল মেয়েই বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। অনেকেই ফজরের নামাজ পড়িয়া পড়িতে বসে। রান্না চড়ায় কেউ কেউ। কেউ কেউ আবার ৮/৯ টার পূর্বে বিছানা ছাড়ে না।

ইহার পর ক্লাস থাকিলে ক্লাসে যাওয়া অথবা পরীক্ষা থাকিলে প্রস্তুতি। ক্লাস না থাকিলে কেউ কেউ ক্যাম্পাসে আড্ডা দিতেও যায়। দুপুরের মধ্যে প্রায় সবাই হলে ফিরার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে দুপুরের রান্না ও চুলায় উঠে। রান্নার ব্যাপারটি রুমের মেয়েরা রুটিনমাফিক ভাগ করিয়া নেয়। একেকদিন বা বেলা একেকজনের। বাজারের দায়িত্ব ও তাই। বিকালে অধিকাংশ মেয়েই আড্ডা দিতে বের হয় হলের বাহিরে। যাহারা প্রেম করে, বিকাল নামিলেই তাহারা সাজগোজ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে প্রেমিক বা বন্ধু-বান্ধবের অপেক্ষায়। কেউ কেউ টিএসসি বা হলের সম্মুখে আড্ডা জমায়। আর প্রেমিকরা যায় কলাভবন এলাকার প্রেম স্পটগুলিতে। অথবা হলের সম্মুখেই একটু ফাঁকা স্থানে। অধিকাংশই ৮-৯ টার মধ্যে হলে ফিরে। কারণ ৯টা পর্যন্ত হলে প্রবেশের ডেট লাইন। তবে সাড়ে ৯ টায় ও প্রবেশ করা যায়।

অতীতে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা পর্যন্ত মেয়েদের গেট খোলা থাকিত। পরে কিছু বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের মেয়েদের আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ 'সূর্যাস্ত আইন' বাতিল করিয়া নূতন সময়সীমা বাধিয়া দেয়। রাতে হলে ঢুকিয়া মেয়েরা রান্নাবাড়া, খাওয়া, দাওয়া পর্ব শেষ করে। অনেকে যায় টিভি কক্ষে। ইতিমধ্যে লেখাপড়াও চলে। আবার যাহাদের ক্লাস পরীক্ষা নাই তাহারা আড্ডায় বসে।

হল জীবনে আড্ডাই হইল প্রাণ। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় বর্ষ এবং হলে আগত নূতন মেয়েরা আড্ডায় কাটাইতে চায় বেশীর ভাগ সময়।

ইহার বাহিরে ক্যাম্পাসে এমন গুজব-গুঞ্জরন দীর্ঘকালের যে, হলের কিছু মেয়ে বাহিরে রাত কাটায়। অভিজাত হোটেল-অভিজাত এলাকার বাসাবাড়ী এবং গেষ্ট হাউজে যায়। তবে ইহার সত্যতা অনেকে অস্বীকার করিলেও কেহ কেহ ঘটিয়াছে বলিয়া জানায়। তবে এই গুজব যে অনেকাংশে সত্য তাহা অতীতের অনেক ঘটনা দুর্ঘটনা প্রমাণ দিয়াছে। কয়েকজন ছাত্রী জানাইল: গুটিকয় উচ্চা[illegible] ছাত্রী বিপথগামী হইয়া এ পথে পা